দৈনিক সংবাদ

তারিখ … 06 DEC 1998 …
পৃষ্ঠা … কলাম …

শিক্ষকদের ইংরেজির মান উন্নয়নে ২৫ কোটি টাকার প্রকল্প

।। রাশেদ আহমেদ ।।

দেশের ইংরেজি শিক্ষকদের ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সাড়ে ২৫ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী বছরের প্রথম থেকে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের ইংরেজি ভাষার উপর এই প্রশিক্ষণ শুরু হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী দেশের সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষা দেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা ৩৭ হাজারের কিছু বেশি। তারা পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ পাবেন। ২ হাজার সালের মধ্যে প্রশিক্ষণ শেষ করা হবে। মূলত ইংরেজি বলার পদ্ধতি, শুদ্ধ উচ্চারণ ও নির্ভুলভাবে লেখা ও শিক্ষা পদ্ধতির জন্য এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

সূত্র মতে, দেশে ইংরোজ ভাষা ব্যবহার নাজুক পর্যায়ে পৌছে যাচ্ছে দিন দিন। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই ভাষায় সবচেয়ে বেশি দুর্বল। ইংরেজি বিষয়ে ফেল করার হারও মাত্রাতিরিক্ত। এর প্রভাব গিয়ে পড়ছে কর্মক্ষেত্রে। অফিস-আদালতে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী দু'কলম ইংরেজিতে লিখতে ও বলতে হিমশিম খান। যাও লেখা ও বলা হয় নির্ভুল ও আধুনিক নয়। এর মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের অযোগ্যতা। তারা ছাত্রছাত্রীদের ভুল উচ্চারণে ও মান্ধাতা আমলের ইংরেজি শেখাচ্ছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্লেষণ করে দেখেছে, দেশে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে বড় ধরনের 'গ্যাপ' সৃষ্টি হয়েছে গত এক থেকে দেড়

প্রকল্প ঃ পৃঃ ৭ কঃ ২।

প্রকল্প ঃ মান উন্নয়নে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দশকের মধ্যে। সর্বক্ষেত্রে বাংলা প্রচলন ও ইংরেজি তুলে দেয়ার হুজুগে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী প্রজন্ম বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে। একথা চিন্তা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণের প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের নাম 'ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট' (ইএলটিআইপি)।

বাংলাদেশ ও বৃটিশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। সাড়ে ২৫ কোটি টাকার প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন হচ্ছে ৮ কোটি টাকা। প্রকল্প চলবে আগামী ২ হাজার সাল পর্যন্ত। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা এই ৪টি বিভাগে এই প্রকল্পের বিভাগীয় অফিস খোলা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে দেশের ২৮টি জেলায় স্যাটেলাইট রিসোর্স সেন্টার খোলা হবে। এই সেন্টারগুলোতে শিক্ষকদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ৩০ থেকে ৩৫ জনের গ্রুপ করে প্রশিক্ষণ চলবে ৩ সপ্তাহ। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টিএ ও ডিএ পাবেন। প্রশিক্ষণ শুরু হবে আগামী বছরের প্রথম থেকে। প্রশিক্ষক হিসেবে আমাদের দেশের ইংরেজিতে পারদর্শী শিক্ষকদের সাথে বৃটিশ শিক্ষকরাও থাকবেন। বৃটিশ কাউন্সিল এ ব্যবস্থা করে দেবেন।

প্রশিক্ষণ শুরু করার আগে দেশে ইংরেজি শিক্ষকরা কি ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করছেন তার উপর একটি জরিপ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এ সম্পর্কে ইএলটিআইপি'র পরিচালক রায়হানা শামস 'সংবাদ' কে বলেন, জরিপ করে দেখা গেছে, বেশিরভাগ শিক্ষকই ইংরেজি লেখা ও পড়ায় অনুন্নত। তারা ভুল উচ্চারণ করেন। তাদের এই ভাষায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। এখনো গ্রামবাংলায় দেখা যায় শিক্ষকরা 'এস' কে 'এ্যাস' উচ্চারণ করেন। ছাত্রছাত্রীরাও তাদের কাছ থেকে ভুল ইংরেজি শিখছে।

তিনি বলেন, 'শিক্ষকদের আধুনিক ইংরেজি ভাষার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সেই সাথে কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি শেখাতে হবে সেই পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

তিনি বলেন, জরিপ কার্যক্রম চালাতে গিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকের সংকট রয়েছে। স্কুলে ইংরেজি শিক্ষকদের এই সংকট দেখে গতবছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপন জারি করে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বিধান করেছেন। এছাড়া মন্ত্রণালয় ইংরেজি ভাষার উপর জোর দেয়ার জন্য স্নাতক শ্রেণীতে ইংরেজি বিষয় বাধ্যতামূলক করেছে।